THE ENGINE ROOM

বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে ডিজিটাল পরিচয়পত্র: একটি কেস স্টাডি

https://www.digitalid.theengineroom.org

ওমিদিয়ার নেটওয়ার্ক, ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন এবং ইয়োতি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় অক্টোবর ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দি ইঞ্জিন রুম পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে এই রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে।

গবেষক: শারিদ বিন শফিক

গবেষণার পরিকল্পনায় পরামর্শ দিয়েছেন: সোফিয়া সুইদার্ন

লেখন: ম্যাডিলিন ম্যাক্সওয়েল, জারা রহমান ও সারা বেকার, দি ইঞ্জিন রুম

পর্যালোচনা ও সম্পাদনা: লরা গুজম্যান ও সিভু সিউইসা, দি ইঞ্জিন রুম; এলেরি রবার্টস বিডল

অনুবাদ: গ্লোবাল ভয়েসেস

লেআউট ডিজাইন: সালাম শোকোর

এই রিপোর্টের পাঠ্য ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্সের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। এই লাইসেন্সের কপি দেখতে এই লিঙ্কে যান: http://creativecommons.org/licenses/ by-sa/4.0/.

ভূমিকা

দি ইঞ্জিন রুম ২০১৯ এ, দেশীয় গবেষকদের সহযোগিতায় পাঁচটি অঞ্চলে ডিজিটাল পরিচয়পত্র ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেছিল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ডিজিটাল পরিচয়পত্র ব্যবস্থার আওতাধীন স্থানীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থার প্রকৃত প্রভাব আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বাঁধা দূর করার জন্য আমাদের গবেষক বাংলাদেশে স্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন। দলটি মহিলা ও পুরুষ সহকারী গবেষক, দোভাষী এবং লিখিত কথোপকথন ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য অনুবাদকদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল।

কক্সবাজারে পরিচালিত গবেষণায় রোহিঙ্গা শরণার্থী সম্প্রদায়ের প্রধান সংবাদদাতাদের দশটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, যেমন মাঝি[1]এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের। সেই সাথে বাংলাদেশ সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের (আর.আর.আর.সি) একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়; রোহিঙ্গা উপ-সম্প্রদায়গুলির সাথে দশটি ফোকাস গ্রুপে আলোচনার আয়োজন করা হয়, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক নাগরিক, মায়ানমার সেনাবাহিনীর হাতে নিহত নাগরিকের স্ত্রী এবং দেশটির সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে বেঁচে ফেরা মানুষদের সামিল করা হয়। ২০১৯ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে উখিয়া ও টেকনাফ ক্যাম্পে প্রাথমিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। শরণার্থী এবং প্রধান সংবাদদাতাদের সমস্ত উদ্ধৃতি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার আর তা সেই সময়ে কক্সবাজারে আয়োজিত আলোচনা থেকে সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য গ্লোবাল রিপোর্টে পাওয়া যাবে।[2]

কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলিতে প্রবেশের অনেকবার অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে যখন অনুমতি পাওয়া গেল তখন সময় স্বল্পতার কারণে গবেষণা দলকে পরিকল্পিত সময়ের চেয়ে অনেক কম সময়ে কাজ শেষ করতে হয়। ক্যাম্পের ভিতরে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার কারণেও কাজের গতি কমে যায়। ফোকাস গ্রুপে আলোচনা এবং কমিউনিটির নেতা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নিতে গবেষণা দল সফল হয়, তবে বাংলাদেশে কর্মরত ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর কোনও কর্মী তাদের সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজী হননি। গবেষণার ফলাফল লেখার সময় (২০১৯ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে) আমরা ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর প্রোগ্রাম সাপোর্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের কাছে মতামত জানতে চেয়েছিলাম যা এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনুধাবনের চেষ্টা করা, জনসাধারণের গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিমূলক নমুনা তুলে ধরা এর লক্ষ্য নয়। একজন মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে এই

---

1 রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতা, যার ওপর ৮০-১২০টি পরিবারের দায়িত্ব থাকে।

2 ইঞ্জিন রুম। (২০২০)। ডিজিটাল পরিচয়পত্রের ব্যক্তিজীবনে প্রভাব অনুধাবন করা: একটি বহু-দেশীয় রিপোর্ট।

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না যে সেটাই সার্বজনীন অবস্থাকে প্রতিফলিত করে - যদিও কিছু ক্ষেত্রে সকল সাক্ষাৎকারদাতা জানিয়েছে যে ব্যবস্থার কোনও একটি দিক নিয়ে একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে - কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে অভিজ্ঞতা ও পরিচয়গত বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় না রেখে তৈরি করা ডিজিটাল অবকাঠামো ও প্রোটোকল কীভাবে বিভিন্ন ধরনের মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কয়েক দশক ধরে চলা টানা নিপীড়নের (যেমন ১৯৮২ সাল থেকে পরিচয়পত্রে স্বীকৃতি দেয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়) পর ২০১৭ সালে মায়ানমার সেনাবাহিনী (যারা দেশটির সকল নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এবং নির্দিষ্ট কিছু সরকারি পদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে) দেশটির রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক নৃশংস হামলা চালায় জাতিসংঘের তদন্তকারী কর্মকর্তারা যে হামলাকে "গণহত্যার উদ্দেশ্যে" পরিচালিত অভিযান হিসেবে অভিহিত করে। এই হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে ৭০০,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলমান মায়ানমার ছেড়ে পালিয়ে যায়।[3] রোহিঙ্গা নাগরিক ও পরিবারগুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে পালিয়ে যায় এবং এদের বেশিরভাগই বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। শরণার্থীরা একসময় নিজ দেশে ফিরে যাবে এই শর্তে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে রাজী হয়। ২০১৯ সালের অগাস্ট মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৯০০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাস করছে।[4]

মায়ানমার সরকারের দেয়া পরিচয়পত্রের বিষয়টি রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংবেদনশীল কারণ তাদের বিরুদ্ধে হিংসার প্রধান কারণই হল তাদের পরিচয়। মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের দেশটির সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না (যদিও অন্যান্য বেশ কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে) এবং সেই দেশে জন্মগ্রহণ করলেও তাদের অনেককেই নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়নি। জাতিগত তথ্য সংগ্রহ না করা বা তা পরিচয়পত্রে উল্লেখ না থাকার কারণে অন্য অনেক ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র প্রদান এক 'সেরা অনুশীলন' হলেও, এক্ষেত্রে রোহিঙ্গারা তাদের পরিচয়পত্রে স্পষ্টভাবে জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানিয়েছে। পরিচয়পত্রে জাতিগত পরিচয় উল্লেখ থাকা রোহিঙ্গাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কারণ এটা তাদের জাতিগত পরিচয়ের এক স্বীকৃতি প্রদান এবং এর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মায়ানমারের নাগরিকত্ব নিশ্চিত হবে ও সেটি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এই জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের শনাক্তকরণের পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা ইউ.এন.এইচ.সি.আর নিবন্ধন পদ্ধতি (যা স্থানীয়ভাবে 'যৌথ যাচাইকরণ পদ্ধতি' বা 'স্মার্ট কার্ড প্রকল্প' নামে পরিচিত) পরীক্ষা করে

---

3 Office of the High Commissioner for Human Rights. (2019). *Human Rights Council—Sexual and gender-based violence in Myanmar and the gendered impact of its ethnic conflicts*. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/sexualviolence/A_HRC_CRP_4.pdf

4 UNHCR. (2019). Rohingya Refugee Response—Bangladesh: Population factsheet. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71171

দেখেছি কিন্তু এর প্রেক্ষাপট পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্য আমরা সেই সরকারি পরিচয়পত্রগুলো নিয়েও আলোচনা করেছি যেগুলো ২০১৬ সাল থেকে মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গা জনসাধারণকে প্রদান করেছে (বা বহু জনের মতেই চাপিয়ে দিয়েছে[5]), এর মধ্যে সাম্প্রতিকতমটি হল "ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড" (এন.ভি.সি)[6]।

এন.ভি.সি-তে স্পষ্টভাবে রোহিঙ্গাদের পরিচয় উল্লেখ না করে "বিদেশি" আখ্যা দেয়া হয়েছে,এবং নাগরিকত্ব ও এর সাথে যুক্ত সমস্ত অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সমালোচকদের মতে ভবিষ্যতে নিপীড়নের লক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যেই মায়ানমার সরকার এই ব্যবস্থার চালু করেছে।[7] আমরা যেসব রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে কথা বলেছি তারা বলেছেন যে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি নাগরিকত্ব প্রদান করলে তবেই তারা নিশ্চিত হতে পারবেন যে এ সব তথ্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না।

কিন্তু এই প্রকল্পে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়নি; তাই অনেক রোহিঙ্গা মায়ানমারে ফিরে যেতে এবং এন.ভি.সি গ্রহণ করতে রাজী নয়। এই কারণে তাদের মায়ানমারে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে: মায়ানমার সরকার জানিয়েছে যে এন.ভি.সি নেয়া প্রত্যাবাসনের এক মূল শর্ত অন্যদিকে নাগরিকত্ব না পেলে এন.ভি.সি গ্রহণে রোহিঙ্গারা রাজী নয়। এই গবেষণার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা এক ইমাম তাঁর সাক্ষাৎকারে যেমনটা বলেন :

> রোহিঙ্গা পরিচয় চাওয়ার পিছনে আমাদের একটা কারণ রয়েছে। মায়ানমারে যে [বিভিন্ন] জাতিগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সকলেই জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব পায়... তারা সব সংখ্যালঘু মানুষের জাতিগত পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু আমাদের [রোহিঙ্গাদের] সেটা দেয়নি। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের চলাফেরার স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু আমাদের তা নেই। বার্মায় সব সুযোগসুবিধা জাতিগত পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে। তাই আমরা সকলকে আমাদের জাতিগত পরিচয় সমেত নাগরিকত্ব দেয়ার কথা বলছি।

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে রোহিঙ্গা অধিকার রক্ষা দল ফর্টিফাই রাইটস প্রকাশিত এক রিপোর্টে[8]মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বন্দুক দেখিয়ে এন.ভি.সি গ্রহণে বাধ্য করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়, যাতে রোহিঙ্গা নাগরিকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়: "এন.ভি.সি-র জন্য নথিপত্র পূরণ করতে আমাদের লঙ্কা করে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আমরা বহিরাগত"। এই উদ্ধৃতি এটাই স্পষ্ট করে যে শনাক্তকরণ

---

5 Fortify Rights. (2019). *Tools of Genocide—National Verification Cards and the Denial of Citizenship of Rohingya Muslims in Myanmar*. https://www.fortifyrights.org/downloads/Tools%20of%20Genocide%20-%20Fortify%20Rights%20-%20September-03-2019-EN.pdf

6 Ibid.

7 Ibrahim, A. (2019, August 1). Myanmar Wants to Track Rohingya, Not Help Them. *Foreign Policy*. https://foreignpolicy.com/2019/08/01/myanmar-wants-to-track-rohingya-not-help-them/

8 Fortify Rights. (2019). *Tools of Genocide—National Verification Cards and the Denial of Citizenship of Rohingya Muslims in Myanmar*. https://www.fortifyrights.org/downloads/Tools%20of%20Genocide%20-%20Fortify%20Rights%20-%20September-03-2019-EN.pdf.

পদ্ধতির ফলাফল হিসেবে যে পরিচয়পত্র দেয়া হচ্ছে ও তার প্রক্রিয়া, দুটিই সেইসব মানুষদের মর্যাদা ও অধিকারকে ক্ষুণ্ন করছে যাদের জন্য ব্যবস্থাটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রিপোর্টে ২০১৭ সালের জুলাই মাসের আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়:

... মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর সেনা ও সরকারি কর্মকর্তারা রাখাইন রাজ্যের মুংডু শহরতলীর ব টু লার গ্রামে (যা বান্ডোলা গ্রাম নামেও পরিচিত) ঢুকে কিছু ক্ষেত্রে বন্দুক দেখিয়ে রোহিঙ্গাদের এন.ভি.সি নিতে বাধ্য করে। "[সেনারা] দরজা বন্ধ করে দেয় ও বন্দুক হাতে আমাদের ঘিরে ধরে," রোহিঙ্গা পুরুষ, যার বয়স ৬১, তিনি ফটিফাই রাইটসকে এ কথা বলেন। মায়ানমার কর্তৃপক্ষ তাকে ও তার পরিবারের সাত সদস্যের মধ্যে আরও চার জনকে এভাবে এন.ভি.সি নিতে বাধ্য করে। "তারা পুরুষ আর মহিলাদের আলাদা করে ফেলে... এন.ভি.সি নিতে হবে এমন হুমকি একেবারে সত্যি। আমরা এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আছি"।[9]

ডিজিটাল পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা

মায়ানমারের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান থেকে বাঁচতে যে সমস্ত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস (ইউ.এন.এইচ.সি.আর) একটি যৌথ নিবন্ধন ব্যবস্থা শুরু করে। এই কর্মকাণ্ডের "উদ্দেশ্য হল সুরক্ষা, পরিচিতির ব্যবস্থাপনা, নথিভুক্তকরণ , ত্রাণ ও সহায়তা প্রদান, জনসংখ্যার পরিসংখ্যান এবং ভবিষ্যতে প্রায় ৯০০,০০০ জন শরণার্থীর জন্য সমাধান খুঁজে বের করা"।[10] ২০১৯ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত কক্সবাজারের সাতটি স্থানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০০০ জন শরণার্থীকে নিবন্ধিত করা হয়।[11] ইউ.এন.এইচ.সি.আর কর্মীরা চোখের মণির স্ক্যান, আঙুলের ছাপ এবং পরিবার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ইউ.এন.এইচ.সি.আর ও বাংলাদেশ সরকার স্মার্ট কার্ডের সাথে এই সকল তথ্য যুক্ত করে সেই কার্ড বিতরণ করে।

বাংলাদেশ সরকারের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের যে প্রচেষ্টায় কোনও শরণার্থী স্বেচ্ছায় মায়ানমারে ফেরত যেতে চায়নি, সেটি ব্যর্থ হওয়ার পরে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের তথ্য[12]মায়ানমার সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছে। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে মায়ানমার সরকারকে ২৫,০০০ রোহিঙ্গার এক তালিকা দেয়া

---

9 Ibid. Page 10.

10UNHCR. (2018, July 6). Joint Bangladesh/UNHCR verification of Rohingya refugees gets underway. https://www.unhcr.org/en-us/news/briefing/2018/7/5b3f2794ae/joint-bangladeshunhcr-verification-rohingya-refugees-gets-underway.html

11 UNHCR. (2019). More than half a million Rohingya refugees receive identity documents, most for the first time. https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/8/5d4d24cf4/half-million-rohingya-refugees-receive-identity-documents-first-time.html

12 গ্লোবাল রিপোর্টের একটি খসড়ার জবাবে ইউ.এন.এইচ.সি.আর আমাদের জানিয়েছে যে "শরণার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা শরণার্থীদের সুরক্ষিত রাখার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রতিষ্ঠান সেই ২০১৪ সালে ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখার নীতি গ্রহণ করেছে এবং সারা বিশ্বে সমস্ত কর্মসূচীতে সেটি বাস্তবায়িত করার জন্য একজন ডাটা প্রোটেকশন অফিসার নিযুক্ত করেছে"।

হয়[13]এবং সোশ্যাল মিডিয়া[14]থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী সেই সকল তথ্যের মধ্যে ছবি ও আঙুলের ছাপের কাগজের কপিও ছিল, যদিও এই দাবী এখনো প্রমাণিত হয়নি। বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম অনুযায়ী দেশটির সরকার মোট তিনটি তালিকা মায়ানমার সরকারকে দিয়েছে যাতে ৫৫,০০০ রোহিঙ্গার নাম রয়েছে।[15]

মায়ানমার, বাংলাদেশ ও ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের উদ্দেশ্যে করা কোনও ত্রিপাক্ষিক চুক্তির[16] হদিস আমরা পাইনি। তত্বগতভাবে এ ধরনের চুক্তিতে তথ্য আদান প্রদান করার ব্যবস্থার ধরণ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়, যেমন মায়ানমার সরকারকে কোন ধরনের তথ্য প্রদান করা হবে এবং কীভাবে তা প্রদান করতে হবে সে বিষয়ের উল্লেখ থাকা। কিন্তু এই রিপোর্ট লেখার সময় এমন ধরনের কোন চুক্তি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি বা তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করা হয়নি। তার পরিবর্তে ইউ.এন.এইচ.সি.আর প্রত্যেক সরকারের সাথে আলাদা আলাদা সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কাজ করছে।[17]

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

২০১৯ সালের মার্চ-এপ্রিলে কক্সবাজারে আমরা যে সমস্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছি ও ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করেছি তাতে ইউ.এন.এইচ.সি.আর ও বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত নিবন্ধন ব্যবস্থা সম্পর্কে শরণার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। যেহেতু ডিজিটাল আইডি ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে খুব কম গবেষণা করা হয়েছে তাই কিছু মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য এই গুণগত তথ্য কাজে লাগতে পারে। এটা অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ যে সকল শরণার্থীর অভিজ্ঞতা এক নয়। এই কেস স্টাডিতে বর্ণিত কিছু অভিজ্ঞতা এবং সরকারি প্রতিবেদন বা ইউ.এন.এইচ.সি.আর ও বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা পরস্পর বিরোধী হতে পারে। এই গবেষণায় যা জানা গেছে তা মানবিক সহায়তার প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল পরিচয়পত্রের ব্যবহার সংক্রান্ত বৃহত্তর আলোচনায় সামিল করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

---

13 Radio Free Asia. (2019, July 29). Bangladesh Gives Myanmar 25,000 Rohingya Names for Potential Repatriation. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/bangladesh-refugees-07292019172753.html

14Capili, A. (2019). Arnel Capili on Twitter: https://twitter.com/arnelcapili/status/1155764445462716416

15 Radio Free Asia. (2019, July 29). Bangladesh Gives Myanmar 25,000 Rohingya Names for Potential Repatriation. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/bangladesh-refugees-07292019172753.html

16 স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হল ইউ.এন.এইচ.সি.আর, শরণার্থীদের আদি দেশ এবং যে দেশে তারা আশ্রয়গ্রহণ করেছেন, এই তিনটি পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি যা অভিবাসীদের স্বেচ্ছায় নিজের আদি দেশে প্রত্যাবর্তন এবং সেই সাথে প্রত্যাবর্তনের পরে শরণার্থীদের অধিকার এবং প্রত্যাবাসন ও পুনর্বার একীকরণের নির্দেশনা বর্ণনা করে।

17 UNHCR. (2018). Bangladesh and UNHCR agree on voluntary returns framework for when refugees decide conditions are right.https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2018/4/5ad061d54/bangladesh-unhcr-agree-voluntary-returns-framework-refugees-decide-conditions.html

পরিধি ও তথ্য প্রদান

সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর নির্দেশনা সত্ত্বেও[18] যে শরণার্থীদের সাক্ষাৎকার আমরা গ্রহণ করেছি তারা জানিয়েছে যে ডিজিটাল আইডি পদ্ধতির পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত স্বল্প এবং সামঞ্জস্যহীন তথ্য দেয়া হয়। সেই তথ্য সম্প্রদায়ের নেতাদের দেয়া হয়েছিল যা তারা তাদের সম্প্রদায়কে জানায়। আমাদের সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে যে মহিলাদের এই বিষয়ে সবচেয়ে শেষে জানানো হয়েছিল - তার সাধারণত সরাসরি এসব তথ্য পায়নি, সম্প্রদায়ের পুরুষ বা ছেলেদের থেকে জেনেছে। প্রতিবন্ধী মহিলাদের সাথে একটি ফোকাস গ্রুপে আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন, "তারা পুরুষদের সাথে আলোচনা করে। যাদের পরিবারে কোন ছেলে ছিল, তারা যেতে সক্ষম হয়"। বাংলাদেশের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় (আর.আর.আর.সি) কার্ড সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার প্রচেষ্টা করে, তবে আমরা যা জানতে পেরেছি তা থেকে মনে হয় যে নিবন্ধনের হার কমে যাওয়ার পরেই সেটা করা হয়। তৎকালীন কমিশনার বলেন, "ওদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়... আমরা অনেকগুলো ফোকাস দলে আলোচনা বা বারবার অধিবেশনের আয়োজন করে ওদের উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করি... আমরা ওদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে এটা ওদেরই ভালোর জন্য করা হচ্ছে"। আমরা যে শরণার্থীদের সাথে কথা বলেছি তাদের অনেকেই আর.আর.আর.সি ও ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর দেয়া তথ্যে বিশ্বাস করে না এবং তার পরিবর্তে নিজ সম্প্রদায়ের যারা বিদেশে বসবাস করছে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ ও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করে। এক প্রতিবাদী নেতা বলেনঃ

> অফিসে যাওয়ার আগের দিন এই কার্ডের একটা ছবি ফেসবুকে দিয়ে আমরা আমাদের কয়েকজন নেতা ও প্রবাসীর কাছে পরামর্শ চেয়েছি। পরের দিন আমরা [একটি রোহিঙ্গা অধিকার রক্ষা দল]-এর অফিসে যাই। তারা আমাদের এটা নিতে বারণ করে আর আমাদের যে নেতারা বিদেশে থাকেন তারাও এটা নিতে বারণ করে।

এর পাশাপাশি ভাষাগত বাঁধাও কিছু শরণার্থীর জন্য সমস্যা তৈরি করে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ইংরেজি ও বাংলায় লেখা স্মার্ট কার্ড দেয়া হয়। নিরক্ষর[19] অথবা ইংরেজি বা বাংলা পড়তে জানেন না এমন শরণার্থীরা বুঝতেই পারছে না যে তাদের পরিচয়পত্রে কি লেখা আছে।

স্মার্ট কার্ডে কি লেখা আছে জানতে চাইলে একজন অংশগ্রহণকারী উত্তর প্রদান করে, "আমরা কি করে বলব, ভাই? আমরা ইংরেজিও পড়তে পারি না আর বাংলাও পড়তে পারি না।" অন্য একজন বলেছে, "কী লেখা

---

18 UNHCR. Communicating with communities on registration. *Guidance on registration and identity management.* https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter4/

19 Bhatia, A., Mahmud, A., Fuller, A., Shin, R., Rahman, A., Shatil, T., … Balsari, S. (2018, December). The Rohingya in Cox's Bazar. *Health and Human Rights*, *20*(2), 105–122: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6293360/

থাকতে পারে? ওরা নিশ্চয়ই লিখবে না যে আমরা বাংলাদেশী, তাই না? হয়ত লিখেছে যে আমরা বার্মা থেকে এসেছি। আমরা পড়তে পারি না তাই জানি না"।

নিবন্ধন করতে অস্বীকার – ২০১৮ সালের নভেম্বরে প্রতিবাদ

কক্সবাজারে আমাদের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা শুরু করার কিছু দিন আগেই শরণার্থীরা ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর পরিচয়পত্র পদ্ধতির প্রতিবাদ জানিয়ে নিবন্ধন করতে অস্বীকার করে। প্রতিবাদী নেতারা আমাদের বলেছেন যে আইডি কার্ডে তাদের "রোহিঙ্গা" পরিচয় উল্লেখ না করার কারণেই নিবন্ধনে অস্বীকার করা হয়। যেমন একজন মাঝী আমাদের বলেছে, "যদি ওরা আমাদের রোহিঙ্গা মুসলমান হিসেবে উল্লেখ করত, তাহলে [শরণার্থীরা] ডাটা [সংগ্রহে] যোগ দিত। অন্যথায় তারা এতে অংশগ্রহণ করবে না। মানুষ ভয় পাচ্ছিল। তারা বলছিল, তারা আমাদের রোহিঙ্গা পরিচয় উল্লেখ করবে না, তাহলে আমরা কি করে [ডাটা] দেব?"

অনেক শরণার্থীর কাছেই এই সমস্যা ছিল মায়ানমারে এন.ভি.সি-তে পরিচয় মুছে ফেলার অভিজ্ঞতার মতোই। যেমন একজন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমাদের মতে এন.ভি.সি কার্ড হচ্ছে বড় ভাই আর স্মার্ট কার্ড হচ্ছে তার ছোট ভাই। দুটোর মূলই এক... আমাদের তাই মনে হয়। এমনটা হলে নিজ দেশে আমাদের বিদেশী হয়ে থাকতে হবে"।

এই ব্যবস্থার পরিচালক এবং জনগোষ্ঠীর নেতা ও প্রতিবাদী নেতাদের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে আলাপ-আলোচনার পরে এই পরিস্থিতির সমাধান হয়। কর্তৃপক্ষ স্মার্ট কার্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও তথ্য জানানোর পরে এবং কার্ডে না লেখা থাকলেও তাদের জাতিগত পরিচয় ডাটাবেসে রাখা হচ্ছে সেই ব্যাপারটি স্পষ্ট করার পরে প্রতিবাদকারীরা তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করে এবং নিবন্ধন আবার শুরু হয়ে। আর.আর.আর.সি এই বিষয়টি সম্পর্কে বলেঃ
তারা চাইছিল কার্ডে তাদের রোহিঙ্গা পরিচয় উল্লেখ থাকুক, কিন্তু আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে কোনও ধরনের পরিচয়পত্র বা আইডি কার্ডে কখনো জাতিগত পরিচয় উল্লেখ থাকে না... এখানে সেটার দরকার নেই... প্রধান ডাটাবেসে আমরা তাদের জাতিগত পরিচয় রোহিঙ্গা লিখে রাখছি... সেটা দেখার পরে তারা বিশ্বাস করে বা তাদের প্রত্যয় হয়েছিল যে এটা ঠিক আছে...

সচেতনতা এবং অনুধাবন

আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তারা বলেছেন যে বিভিন্ন সংস্থা, এই ব্যবস্থার পরিচালক এবং ব্যবহারকারীদের পরস্পরের মধ্যে ডিজিটাল আইডি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারনায় খুব সামান্যই মিল রয়েছে। আর.আর.আর.সি বলেছে যে প্রতারণা [20]-, অর্থাৎ "পরিচয়পত্র নকল করে তার অপব্যবহার" কমানোর পাশাপাশি - এই কার্ডের উদ্দেশ্য হল " আমাদের নিজস্ব জনগোষ্ঠী থেকে ওদের আলাদা করা" আর "যখন

20 The Engine Room addressed perceived fraud through duplication in *Biometrics in the Humanitarian Sector*. (2018). https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2018/05/Oxfam-Report-May2018.pdf

মায়ানমারে পরিস্থিতি [উন্নত] হবে তখন" প্রত্যাবাসনের প্রচেষ্টায় সহায়তা করা"। একজন শরণার্থী জানিয়েছে যে তাকে বলা হয় যে কার্ডের অর্থ হল তাদের "দায়িত্ব এখন ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর" এবং স্মার্ট কার্ড থাকা হল শরণার্থীর মর্যাদা থাকার সমতুল্য: "এখন ইউ.এন.এইচ.সি.আর আপনাদের কার্ড দিয়েছে আর তারাই এখন পুরো বিশ্বকে জানাবে যে আপনাদের এখন থেকে সরকারিভাবে শরণার্থী বিবেচনা করা হবে।" আরেকজন শরণার্থী বলেন যে "কতজন রোহিঙ্গা এখানে এসেছে জানার জন্য তাদের প্রত্যেকের জীবন বৃত্তান্ত লাগবে" ।

একাধিক অংশগ্রহণকারী মায়ানমারকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের শঙ্কা প্রকাশ করেছে । "আমাদের এখনো একটা ব্যাপারে সন্দেহ রয়ে গেছে... তারা আশ্বাস দিয়েছিল যে আমাদের জীবন বৃত্তান্ত [মায়ানমার সরকারকে] দেবে না, কিন্তু যদি তারা ধোঁকা দেয় আর এই সব তথ্য দিয়ে দেয়... [এবং] আমাদের [মায়ানমারে] ফেরত পাঠিয়ে দেয়?"
পরিচয়পত্রের উদ্দেশ্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ রেশন বা ত্রাণ পাওয়ার কথা উল্লেখ করে , এই ব্যাপারটি নিয়ে নীচে জ্ঞাত সম্মতি বিভাগে আরও বিশদে আলোচনা করা হয়। অনেকেই সাক্ষাৎকারে বলে যে পুরনো পদ্ধতির তুলনায় স্মার্ট কার্ডই সকলের বেশি পছন্দ, কারণ বিভিন্ন ধরনের রেশনের জন্য বিভিন্ন কার্ডের বদলে মাত্র একটা কার্ড বেশি সুবিধাজনক: "আগে ওরা অনেকগুলো কার্ড দিত... চালের জন্য, ডালের জন্য, চিকিৎসা, কেরোসিন... কিন্তু এখন এই সবকিছুর জন্য মাত্র একটাই কার্ড লাগে"।
.
দেখা গেছে যে ডিজিটাল পরিচয়পত্রের বায়োমেট্রিক বিভাগের উদ্দেশ্য এবং ডাটার অপব্যবহারের ফলাফল কি হতে পারে সেই সম্পর্কে শরণার্থীদের মধ্যে তেমন কোনও ধারণা নেই। বায়োমেট্রিক্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাক্ষাৎকারদাতা এবং ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী ছিল, যেমন কেউ কেউ এটাকে ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর সাধারণ নিয়ম মনে করছে (অন্য কোনও বিশদ তথ্য ছাড়াই) বা তাদের বলা হয় যে আইরিস স্ক্যানার দিয়ে চোখের রোগ পরীক্ষা করা হয় ইত্যাদি। যদি দ্বিতীয় দাবিটি সত্যি হয় তাহলে মানুষকে গুরুতর ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে যা জ্ঞাত সম্মতির নীতিকে লঙ্ঘন করে।

- "আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনারা আমাদের চোখের মণি স্ক্যান করছেন কেন? সরকার এমন কিছু করেনি।" তারা আমাদের বলেছিল, 'এটা ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে'"।
- "তারা আমাকে বলেছিল যে, 'ইউ.এন.এইচ.সি.আর বিশ্বের সব জায়গায় শরণার্থীদের চোখের মণি স্ক্যান করে থাকে'"।
- "তারা আমাকে বলেছিল যে তারা আমাদের চোখ পরীক্ষা করে দেখছে যে চোখে কোনও রোগ আছে কিনা"।
- "তারা একটা বড় পাইপ দিয়ে আমাদের চোখে কিছু করেছিল। হ্যাঁ। তারা কিছু করেছিল। আমি ওটার ভিতর আরেক জোড়া চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম"।

ডিজিটাল পরিচয়পত্র ব্যবস্থায় বায়োমেট্রিক্স কি উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হচ্ছে তা জানতে চাওয়া হলে আর.আর.আর.সি মনে করেছিল যে সব আশংকা ভিত্তিহীন, কারণ বায়োমেট্রিক্স ছাড়াও এই মানুষরা ইতিমধ্যেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। কমিশনার বলেন,

> এই বায়োমেট্রিক ডাটা ছাড়াও ওদের প্রতি আগেও অত্যাচার করা হয়েছে... তারা যদি ওদের প্রতি অত্যাচার করতে চায়, ওদের ক্ষতি করতে চায়, সেজন্য বায়োমেট্রিক ডাটাতে কিছু আসে যায় না, তাই না? আমি যদি কোনও জনগোষ্ঠীর সাথে বৈষম্য করতে চাই তাহলে সেজন্য আমার বায়োমেট্রিক ডাটার প্রয়োজন নেই... কারণ ইতিপূর্বে সেই ৭০ দশকের গোড়া থেকে তাদের সাথে অত্যাচার করা হচ্ছে... সেটাতে বায়োমেট্রিক ডাটার কোনও ভূমিকা ছিল না... তো ওরা এমনি এমনিই ভয় পাচ্ছে, যার কোনও দরকার নেই।

এই ধরনের ধারণা অসহায় জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বারবার নানান ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা[21] করে দেখার একটা আবর্ত তৈরি করে এবং শরণার্থীদের নিজস্ব ক্ষমতা ও মর্যাদাকে খর্ব করে। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষদের সাথে তাদের নিজের দেশের তুলনায় ভালো ব্যবহার করা অত্যন্ত নিম্ন মানের লক্ষ্য এবং তা শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কে ১৯৫১ সালের জাতিসংঘের সমঝোতার নীতির[22] বিরোধী, যদিও বাংলাদেশ এই সমঝোতায় স্বাক্ষর করেনি। কিন্তু কমিশনারের এই মন্তব্যের সাথে আমরা যে শরণার্থীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের অনেকের ধারনায় মিল দেখা গেছে। তারা বলেছেন যে চরম দারিদ্র্যের কারণে খাবার, আশ্রয় আর শারীরিক নিরাপত্তার চাহিদা নিয়ে তারা এত ব্যস্ত যে বায়োমেট্রিক ডাটা নিয়ে শঙ্কা তাদের কাছে গৌণ বিষয়।

জ্ঞাত সম্মতির অভাব

ইউ.এন.এইচ.সি.আর নীতিমালা[23] অনুযায়ী ডিজিটাল আইডি ব্যবস্থায় যারা নিবন্ধন করবে তাদের সকলের থেকে জ্ঞাত সম্মতি নিয়ে তবেই সেই ব্যবস্থা চালু করতে হবে । অন্য কথায় এর অর্থ হল সকল নিবন্ধিত মানুষের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং আওতা বুঝতে পারা প্রয়োজন। তাই যদি দেখা যায় যে এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারনায় অসমঞ্জস্য রয়েছে তাহলে তার অর্থ হতে পারে যে জ্ঞাত সম্মতির নীতি ঠিকমত বাস্তবায়ন করা হয়নি।

এ্যাকটিভিস্ট এক নেতা জানিয়েছে যে বায়োমেট্রিক ডাটা সংগ্রহ করার জন্য মানুষের কাছে থেকে সম্মতি চাওয়া হয়নি কিন্তু ইউ.এন.এইচ.সি.আর বা সরকারি কর্মীরা প্রতিটি ক্যাম্পে সভার আয়োজন করে মানুষকে জানিয়েছিলেন যে কর্মীরা "তাদের ডাটা সংগ্রহ করতে চায়... এটা আমাদের জন্য নয়, আপনাদের জন্য দরকারি"। তিনি আরও বলেন যে, "কেউ কেন্দ্রে গেলেই ধরে নেয়া হয় তারা ইতোধ্যে বিষয়টি বুঝেছে –

---

21 Jacobsen, Katja Lindskov. (2015, April 1). "Experimentation in Humanitarian Locations: UNHCR and Biometric Registration of Afghan Refugees". *Security Dialogue* 46(2), 144–64. https://doi.org/10.1177/0967010614552545

22 UNHCR. (1951). *The 1951 Refugee Convention.*https://www.unhcr.org/en-us/1951-refugee-convention.html

23 UNHCR. (2018). Chapter 5.2 Registration as an Identity Management Process. *Guidance on Registration and Identity Management*. https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter5/registration/

বক্তিগত ভাবে সম্মতি দিচ্ছে এবং বুঝেছে"। যেহেতু ফোকাস গ্রুপের অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা মাঝী বা সম্প্রদায়ের অন্যান্য নেতাদের কাছ থেকে স্মার্ট কার্ডের ব্যাপারে জানতে পেরেছেন তাই আমরা বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলতে বলেছিলাম। সেই এ্যাকটিভিস্ট নেতা নিশ্চিত করে বলেছেন যে ইউ.এন.এইচ.সি.আর বা সরকারি কর্মীরা নেতাদের সাথে দেখা করে, সাধারণ মানুষের সাথে নয়: "সকলকে এতে যুক্ত করা হয়নি, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের এতে সামিল করা হয়"। সাক্ষাৎকারদাতারা এরপর এটিকে বহু স্তরীয় পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করে যাতে নিবন্ধনের সময় ইউ.এন.এইচ.সি.আর কর্মীদের প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে জ্ঞাত সম্মতি নেয়ার পদ্ধতি[24] অনুসরণ করার পরিবর্তে জনগোষ্ঠীর নেতারা পরোক্ষভাবে পুরো গোষ্ঠীর জন্য সম্মতি প্রদান করে।

.

সাক্ষাৎকারদাতারা আমাদের জানিয়েছে যে ব্যবস্থার পরিচালকরা শরণার্থীদের বলেছিল ত্রাণ পাওয়ার জন্য সেই ব্যবস্থায় নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে শরণার্থীরা রেশন বা ত্রাণ ছাড়া বাঁচতে পারবে না তাই তাদের পক্ষে নিবন্ধনে অস্বীকার করার উপায় নেই। একজন বলেন: "তারা বলেছিল যে স্মার্ট কার্ড নেয়া বাধ্যতামূলক, নয়ত আমরা রেশন পাব না... সেক্ষেত্রে কার্ড নেয়া ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনও উপায় ছিল না"।

মানুষের সম্মতি দেয়ার অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে সেবা দানের একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এর কার্যকর বিকল্প থাকা। এছাড়াও, জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত থাকা অসহায় জনসাধারণের প্রায়ই বিবেচনা করার সুযোগ থাকে না ব্যক্তিগত তথ্য জানানোর ফলাফল কি হতে পারে । এক এ্যাকটিভিস্ট বলেন যে তাদের বায়োমেট্রিক নিয়ে কি করা হবে তা নিয়ে তারা চিন্তিত নন; তারা "শুধু মায়ানমারকে ভয় পায়"। তাদের তথ্য নিয়ে কে ক্ষতি করতে পারে জিজ্ঞাসা করা হলে ফোকাস গ্রুপের একজন অংশগ্রহণকারী উত্তর প্রদান করে , "আমরা তেরপলের তৈরি ঘরে বাস করি। ঘরের মধ্যে এত গরম যে এমন সব প্রশ্ন মাথাতেই আসে না"।

ত্রাণ দেয়ার কারণে কিছু শরণার্থী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এত কৃতজ্ঞ যে তারা দেশটির সরকারকে সম্পূর্ণভাবে ভরসা করে যে কোনো দরকারি তথ্য প্রদানে রাজী । আমরা কখনোই তাদের ঋণ শোধ করতে পারব না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের কথা মেনে চলব। তারা যদি আমাদের বিক্রিও করে দেয় তবুও আমরা কিছু বলব না। কারণ তারা আমাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে"। এটা ক্ষমতার বৈষম্য কীভাবে কাজ করছে তার আরেকটি উদাহরণ। এর থেকে বোঝা যায় যে ক্ষমতাসীনরা কত সহজে শরণার্থীদের অধিকার ও মর্যাদা বিবেচনা না করেই যেকোনো ব্যবস্থা চালু করে দিতে পারে। যেমন অন্য একজন শরণার্থী বলেন, "আমরা আসলে এটা নিজের ইচ্ছায় নিচ্ছি না। আমরা এটা নিচ্ছি কারণ আমরা এখন আরেকটি দেশের শাসনে আছি; আমাদের এই দেশের আইনকানুন মেনে চলতে হবে"।

---

24 Ibid.

ভাবনার বিষয় হল, আমরা যে শরণার্থীদের সাথে কথা বলেছি তাদের অনেকেই ইউ.এন.এইচ.সি.আর-কে বিশ্বাস করে না। মায়ানমার ও তার সরকারের এন.ভি.সি-র প্রতি এই শরণার্থী সংস্থার আপাত আনুগত্যের কারণে তারা এই সংস্থাকে "মিথ্যাবাদী" ও "প্রতারক" আখ্যা দিয়েছে। একজন ইমাম জানিয়েছে:

> আমাদের ভয় বাংলাদেশের সরকারকে নিয়ে না। আমরা ইউ.এন.এইচ.সি.আর-কে ভয় পাচ্ছি... ২০১৮ সালের জুন মাসে মায়ানমার সরকারের সাথে ইউ.এন.এইচ.সি.আর এক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। সেই চুক্তি অনুযায়ী ইউ.এন.এইচ.সি.আর আমাদের এন.ভি.সি কার্ডের [নিবন্ধনের জন্য] অনুরোধ জানিয়েছে। তো আমরা জানি যে ইউ.এন.এইচ.সি.আর আমাদের বিদেশী বানাতে চায়।

শরণার্থীদের স্মার্ট কার্ডের জন্য নিবন্ধন করতে অস্বীকার করার পিছনে এই অবিশ্বাসও একটা কারণ ছিল: "... কিন্তু তখন আমরা স্মার্ট কার্ডে ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর লোগো দেখলাম, আর এর জন্যেই এই সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর লোগো না থাকলে কোনও সমস্যাই হত না"।

এই নেতিবাচক ধারণা অন্যান্য এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। সেই একই ইমাম বলেন:

> প্রত্যেক এনজিও স্মার্ট কার্ড নিয়ে কথা বলছে, কিন্তু ইউ.এন.এইচ.সি. সকল এনজিওর প্রতিনিধি। তাই তারা অন্যান্য এনজিওগুলোর তথ্য নিয়ন্ত্রণ করে... সব এনজিও আমাদের নিয়ে ব্যবসা করতে চাইছে। তারা আমাদের ভালোর জন্য চিন্তা করে না। এমন একটাও এনজিও নেই যারা আমাদের ভালো চায়। তারা শুধু নিজেদের উন্নতি নিয়ে ভাবে... সব এনজিও ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর কথাতেই চলে। ইউ.এন.এইচ.সি.আর-ই যেখানে আমাদের ভালো চায় না সেখানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কেন আমাদের ভালো চাইবে?...আমরা তাদের কতবার বলেছি যেন তারা আমাদের অধিকারের জন্য কাজ করে কিন্তু তারা সেটা করছে না।

এর একেবারে বিপরীতে, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি শরণার্থীদের অগাধ বিশ্বাস বাংলাদেশ আর মায়ানমারের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের তথ্যের অভাবকেই প্রতিফলিত করে। এই দুই সরকারের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা চলছে সেই সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও প্রাপ্তিসাধ্য তথ্য না থাকায় তাদের উদ্দেশ্য আর স্বার্থ সম্পর্কে অনুমান করা ছাড়া শরণার্থীদের কাছে আর কোনও উপায় নেই। যদিও এই ধরনের সমস্যা সম্ভবত রোহিঙ্গা পরিস্থিতিতে আলাদা নয়, তবে মনে হয় যে এটা ইউ.এন.এইচ.সি.আর এবং অন্যান্য ত্রাণ সংস্থা ও সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানের পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়।

নিবন্ধন পদ্ধতিতে সমস্যা

আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞাত সম্মতির অভাব থাকার পাশাপাশি, আমাদের সাথে যে সব শরণার্থীরা কথা বলেছে তারা যৌথ শনাক্তকরণ পদ্ধতির অন্যান্য সমস্যাও তুলে ধরেছে। কিছু মানুষ বলেছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কথা, যেখানে একাধিক সাক্ষাৎকারদাতা পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় লাইনে অপেক্ষা করার কথা জানিয়েছে। আমরা একজন ইমামের সাথে কথা বলেছিলাম যিনি সেই দৃশ্য বর্ণনা করে বলেন:

> একদিনে যতজনের স্মার্ট কার্ড করা সম্ভব তার চেয়ে তারা বেশি মানুষকে ডেকেছিল। সেখানে যাওয়ার পর নাগরিকদের পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। যাদের সেদিন স্মার্ট কার্ড করা যায়নি তাদের বাড়ি ফিরে যেতে হয় আর পরের দিন আবার স্মার্ট কার্ড করাতে এসে সেই একই ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। যারা ভীড়ের মাঝে লাইনের পিছনে ছিল তাদের স্মার্ট কার্ড করানোর জন্য স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের থেকে টাকা নিয়ে তাদের লাইনের সামনে নিয়ে যাচ্ছিল । টাকা নেয়া... নিয়ম বিরুদ্ধ।

একাধিক নিবন্ধন কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে আমরা দেখেছি যে গরম, আবদ্ধ স্থান এবং গর্ভবতী মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের মতো মানুষদের বসার জায়গা না থাকায় সাধারণত অপেক্ষা করার স্থান প্রায়শই ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকত ও সেগুলোর পরিবেশ হত অস্বস্তিদায়ক।

এছাড়াও, নিবন্ধনের পদ্ধতিতে সবসময় সাংস্কৃতিক রীতিনীতিকে মর্যাদা দেয়া হয়নি। মহিলারা জানিয়েছে যে তাদের মাথার ওড়না এবং গয়না খুলতে হয়েছিল, এই অভিজ্ঞতাকে কিছু মানুষ "অপমানজনক" বলে বর্ণনা করেছে। একজন মহিলা জানিয়েছে যে মাথা থেকে ওড়না সরাতে "খারাপ লাগছিল... আমাকে সেখানে অসম্মান করা হয়েছিল তাই কষ্ট পেয়েছিলাম"। আরেকজন জানিয়েছে:

> ওরা আমাদের কানের দুল আর নাকের ফুল খুলে নিয়েছিল। ওরা আমাদের মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়ে, খালি মাথায় আমাদের থেকে তথ্য নিয়েছিল। আমাদের অপমান করে এভাবে কি এটা করা উচিৎ?...এটা যদি ওরা এভাবে না করত, তাহলে অনেক ভালো লাগত।

গবেষণার পরে যা ঘটেছে

২৫শে আগস্ট, ২০১৯-এ, মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের লক্ষ্য করে নৃশংস আক্রমণের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে ২০০,০০০ হাজারেরও বেশি শরণার্থী কক্সবাজারে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করে প্রতিবাদ জানায়।[25] সেই একই সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন করানোর দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু স্বেচ্ছায় কোন রোহিঙ্গা মায়ানমারে ফিরে যেতে রাজী হয়নি। এই সমাবেশের পরে বাংলাদেশ সরকার বেশ কয়েকটি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার মধ্যে রয়েছে:

---

25 Al Jazeera. (2019, August 25). *"Genocide Day": Thousands of Rohingya rally in Bangladesh camps.* https://www.aljazeera.com/news/2019/08/day-thousands-rohingya-rally-bangladesh-camps-190825055618484.html

- রোহিঙ্গা সহায়তা কর্মকাণ্ডের তত্বাবধানে থাকা সরকারি কর্মকর্তা - শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল কালামকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে [26]
- রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৪১টি বেসরকারি অলাভজনক সংস্থার সমস্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে
- কক্সবাজারে কর্মরত দুটি আন্তর্জাতিক এনজিও-র কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে27

সেই সাথে সরকার টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলিকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সমস্ত মোবাইল ফোনের সুবিধা বন্ধ করার নজিরবিহীন এক আদেশ প্রদান করে।[28] ২০১৭ সালে সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সিম কার্ড বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল,[29] তবে টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলি সেই নিষেধাজ্ঞা তেমন কঠোরভাবে মেনে চলছিল না। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার সর্বসমক্ষে বলেছেন যে "রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছে যথাযথ পরিচয়ের নথিপত্র না থাকায় এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ আইনত তাদের সিম কার্ডের জন্য নিবন্ধনের অনুমতি নেই"।[30] ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সকল সিম কার্ড অধিকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে বায়োমেট্রিক নিবন্ধনের ব্যবস্থা চালু করে এবং সিম কার্ডের জন্য যারা নিবন্ধন করে তাদের আঙুলের ছাপ জাতীয় পরিচয়পত্রের (এন.আই.ডি) সাথে মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা করে, যাতে প্রত্যেকটা সিম কার্ডের জন্য একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায়।[31]

প্রযুক্তি ও শনাক্তকরণ ব্যবহার করে এভাবে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেয়ার মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে বর্জনের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এটি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বি.টি.আর.সি) আদেশ জারির সাত দিনের মধ্যে "ক্যাম্পের মোবাইল ব্যবহারকারীদের যাচাই করার"[32] আদেশ দিয়ে এবং টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলোকে সব ক্যাম্পে ৩জি ও ৪জি ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করতে বাধ্য করে বাংলাদেশ সরকার বাক স্বাধীনতা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে একযোগে সরকার এবং কর্পোরেটের ক্ষমতাকে

---

26 BNI Online. (2019, September 9). Abul Kalam and 7 Camps-in-Charge transferred from Rohingya refugee area. *Burma News International.*https://www.bnionline.net/en/news/abul-kalam-and-7-camps-charge-transferred-rohingya-refugee-area

27 Anadolu Agency (2019, September 11). *Bangladesh gets 'tougher' on Rohingya refugees.* https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-gets-tougher-on-rohingya-refugees/1578938

28 BD News 24. (2019, September 3). *BTRC orders telecom operators to stop services to Rohingyas in seven days.* https://bdnews24.com/bangladesh/2019/09/02/btrc-orders-telecom-operators-to-stop-services-to-rohingyas-in-seven-days

29 Agence France-Presse. (2017, September 24).Bangladesh imposes mobile phone ban on Rohingya refugees. *Yahoo News.*https://www.yahoo.com/news/bangladesh-imposes-mobile-phone-ban-rohingya-refugees-073911274.html

30 Emont, J. (2019, September 3).Bangladesh cuts mobile access to Rohingya refugees. *Wall Street Journal.* https://www.wsj.com/articles/bangladesh-cuts-mobile-access-to-rohingya-refugees-11567541883

31 Rahman, Zara. (2015, December 22). Bangladesh will demand biometric data from all SIM card users. *Global Voices.* https://globalvoices.org/2015/12/22/bangladesh-will-demand-biometric-data-from-all-sim-card-users/

32 The Daily Star. (2019, September 02). All SIMs in Rohingya camps to be verified in 7 days. https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/no-mobile-phone-services-for-rohingya-refugees-1794367

কাজে লাগানো হয়। বি.টি.আর.সি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছে[33] যে অনির্দিষ্টকালের জন্য থ্রিজি ও ফোরজি সেবা বন্ধ করে দেয়া হয় তবে টুজি সেবা (যা ব্যবহার করে ভয়েস কল করা যায়, তবে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না) চালু আছে।

টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলি সিম কার্ড "নিষ্ক্রিয়" করার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে কিনা তা এখনো স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। ২০১৯ এর সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে বাংলা সংবাদ মাধ্যমগুলি অনুমান করেছিল যে টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলি ক্যাম্পের সক্রিয় সিম কার্ডের তালিকা সরকারকে দিয়েছে, যা তারা তাদের 'যাচাই করা' সিম কার্ডের সাথে মিলিয়ে দেখে কোম্পানিগুলিকে সেই সমস্ত সিম নিষ্ক্রিয় করতে বলেছে যেগুলি তালিকায় নেই।[34]

বাংলাদেশ সরকার বলেছে যে 'জাতীয় সুরক্ষার'35 জন্য এই পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে, তবে রোহিঙ্গা ও আন্তর্জাতিক জনসমাজ, গণমাধ্যম, মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সরকার এই পদক্ষেপের নিন্দা[36] জানায়, তারা বিশ্বাস করে যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের আরও বিচ্ছিন্ন করা কোনও কার্যকর সমাধান নয়।

উপসংহার ও সুপারিশ

একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশের জবাবে বাংলাদেশ সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বিবেচনা করে বলা যায় যে, ডিজিটাল অধিকার রক্ষায় কর্মরত সমস্ত সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলির এখন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অধিকার রক্ষায় কর্মরত সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করা অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে, যাতে তারা তাদের জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারে এবং অ্যাডভোকেসির প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে পারে। দি ইঞ্জিন রুম কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে আরও গবেষণায় সাহায্য করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং সেগুলির ফলাফল সকলকে জানানোর পাশাপাশি এই সমস্যাগুলি সমাধানে যারা কাজ করছেন সেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ করানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

---

33 New Age. (2019, September 11). No mobile internet in Rohingya camps. http://www.newagebd.net/article/84207/only-2g-services-in-rohingya-camps

34 Nahid, M. S. R. (2019, September 11). Mobile operators challenge Rohingya sim proof/ '**রোহিঙ্গা সিম**' **প্রমাণের চ্যালেঞ্জে মোবাইল অপারেটররা** https://itdoctor24.com/2019/09/11/mobile-operators-challenge-rohingya-sim-proof/

35 Agence France-Presse. (2017, September 24). *Bangladesh imposes mobile phone ban on Rohingya refugees.* Yahoo News. https://www.yahoo.com/news/bangladesh-imposes-mobile-phone-ban-rohingya-refugees-073911274.html

36 See, for example, Human Rights Watch. (2019, September 13). Bangladesh: Internet Blackout on Rohingya Refugees. https://www.hrw.org/news/2019/09/13/bangladesh-internet-blackout-rohingya-refugees# and Griffiths, J. (2019, June 25). Myanmar shuts down internet in conflict areas as UN expert warns of potential abuses. *CNN.* https://www.cnn.com/2019/06/25/asia/myanmar-internet-shutdown-intl-hnk/index.html.

কার্যক্ষেত্রে জ্ঞাত সম্মতির নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে আমরা ইউ.এন.এইচ.সি.আর-কে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেছি। যাচাইকরণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির এটা বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ যে কি কি বায়োমেট্রিক ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হবে। ইউ.এন.এইচ.সি.আর ও সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে এবং তারপরে, সেই নেতা এবং তাদের সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে যে যোগাযোগই করা হোক না কেন, নিবন্ধনের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর জ্ঞাত সম্মতির নীতি অনুসরণ করতে হবে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভাষাগত বাঁধাগুলির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার আওতা ও স্মার্ট কার্ডে থাকা তথ্য সম্পর্কে জানানোর জন্য কথ্য ভাষা ও ছবির মাধ্যমে যোগাযোগের উপায়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।

যদিও জ্ঞাত সম্মতি গ্রহণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তারপরেও আমাদের এই বিষয়টা উপেক্ষা করলে চলবে না যে, শরণার্থীরা ডাটার গোপনীয়তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে নেই, কারণ ফোকাস গ্রুপে অনেক মানুষই বলেছে যে - তারা যে হিংস্র আক্রমণ থেকে পালিয়ে এসেছে আর এখনো যারা ভয় পাচ্ছে তার মানসিক চাপ এবং সেই সাথে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য যে প্রতিষ্ঠান সাহায্য করছে তারাই ডাটা চাইছে এই বিষয়টি তাদের অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ফেলছে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শুরুতে স্মার্ট কার্ডের বিরোধিতা করাটা শরণার্থী ক্যাম্পের ক্ষেত্রে একটি অনন্য ঘটনা ছিল এবং মনে হয় যে সেটার পিছনে বায়োমেট্রিক তথ্য এবং ক্যাম্পের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্য নিয়ে উদ্বেগের পরিবর্তে, তাদের জাতিগত পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার বাসনা কাজ করছিল, যাতে তাদের মায়ানমারের নাগরিকের পরিচয় রক্ষা করা যায় ও ভবিষ্যতে প্রত্যাবাসনের পরে আরও নিপীড়নের শিকার হতে না হয়। এই আন্দোলন থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে প্রাণের ভয়ে দলবদ্ধ মানুষদের কাছে কিছুটা হলেও ক্ষমতা থাকে, তবে ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতিবাদ করার কোনও সুযোগ নেই।[37]

জ্ঞাত সম্মতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বের করতে দি ইঞ্জিন রুম সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকবে। আমাদের সুপারিশ হল যে ডিজিটাল আইডি ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং নির্মাতারা এমন বিকল্প বিবেচনা করুন যাতে ক্ষমতার বহুমাত্রাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং শরণার্থীদের মর্যাদা ও অধিকারকে সম্মান করা হয়, সেই সাথে আমরা সুশীল সমাজকে এই বিকল্পগুলোর অ্যাডভোকেসি করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এর জন্য নবাগত বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের এই ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য আহ্বান করা, অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার জন্য তথ্য প্রদান এবং অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি উন্নত করা, শরণার্থীরা যাতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেই জন্য অর্থপূর্ণ বিকল্প পদ্ধতি স্থাপন করা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রণালীগুলি সংশোধন করা যেতে পারে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বারবার তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও মর্যাদা হারিয়েছে, সেই কারণে এখন থেকে তারা যাতে নিজেদের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পান তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

37 লক্ষণীয় যে ইথিওপিয়ার শরণার্থী ক্যাম্প সম্পর্কে আমাদের কেস স্টাডিতে ইউ.এন.এইচ.সি.আর কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে যারা নিবন্ধন করতে অস্বীকার করবেন তারা ত্রাণ পাবেন না।

যেহেতু তারা ইউ.এন.এইচ.সি.আর-কে ততটা বিশ্বাস করছে না এবং আপাতভাবে সেই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আস্থা রাখছে, যে সরকার নাকি তাদের ডাটা মায়ানমারকে প্রদান করছে, সেহেতু স্মার্ট কার্ড ও বায়োমেট্রিক ডাটা সংগ্রহের উদ্দেশ্য, আওতা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতার দিকে নজর দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।